তারিখ 24 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২ ৩ কলাম ৫

সংবাদ

নেত্রকোনায় কারিগরি শিক্ষার নামে রমরমা বাণিজ্য

প্রতিনিধি; নেত্রকোনা

কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের নামে একটি অসাধু চক্র কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় নেত্রকোনায় অস্তিত্ববিহীন ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ঠিকানা ব্যবহার করে ঝরেপড়া ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এসএসসি সমমানের বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ করে দিয়ে দেদারছে শিক্ষা বানিজ্য চালিয়ে রাতারাতি আঙ্গল ফুলে কলা গাছ হয়ে যাচ্ছে।

জানা গেছে, নেত্রকোনা সদর উপজেলার ঠাকুরাকোনা ইউনিয়নের সতরশ্রী গ্রামের জামিয়া আহ্‌মদিয়া আর এস দাখিল মাদ্রাসার সুপার আলী হোসাইন কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের নামে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ২০০৫ সনে দুটি ট্রেড কোর্সের অনুমতি নিয়ে এসে আসে। মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের জন্য কোন অবকাঠামোগত সুবিধা, প্রয়োজনীয় শিক্ষক, ক্লাস রুম, শিক্ষা কারিকুলাম ও উপকরণাদি না থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাসার সুপার তার কতিপয় সহযোগির সহায়তায় জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ঝরেপড়া ও অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রহ করে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে এসএসসি সমমানের কারিগরি পরীক্ষার ফরম ফিলাপ করে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে দেদার শিক্ষা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। সতরশ্রী গ্রামের মৌলানা আব্দুল খালেক রেজভী পুত্র আব্দুল মালেক শিক্ষা বাণিজ্যের ঘোমর ফাঁস করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাবরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সহকারী সচিব বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নেত্রকোনা জেলা প্রশাসককে নির্দেশ প্রদান করেন। জেলা প্রশাসক নেত্রকোনা সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে সরেজমিনে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আশরাফুল ইসলাম সরেজমিন তদন্তকালে দেখতে পান যে, মাদ্রাসার সুপার ২০০৫ সালে কারিগরি শাখা খোলার পর থেকে অধ্যাবদি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি, হাজিরা খাতা, রেজিস্ট্রেশন, ফরম ফিলাপের কোন রেকর্ডপত্রাদি সংরক্ষণ করেননি। উক্ত মাদ্রাসায় বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ করা হয়নি। মাদ্রাসার ক্যাশ বুক আপডেট করা হয় না। কারিগরি শাখার কোন শিক্ষক নেই, কোন পাঠদান কার্যক্রম নেই। তারপরও এ মাদ্রাসা থেকে প্রতি বছর অসংখ্য শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করছেন। তিনি তার প্রতিবেদনে মাদ্রাসা সুপারের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার জন্য জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তারপরও মাদ্রাসা সুপার কোন অদৃশ্য শক্তির ক্ষমতাবলে স্বপদে বহাল রয়েছেন, সচেতন মহলের বোধগম্য হচ্ছে না।

এ ব্যাপারে মাদ্রাসার সুপার আলী হোসাইন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ২০০৫ সাল থেকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের দুটি ট্রেড কোর্স চালুর অনুমতি ফেলেও ২০০৯ সাল থেকে কিছু কিছু শিক্ষার্থীকে আমরা পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ করে দিয়েছি। এখানে শিক্ষা উপকরণাদি ও শিক্ষক না থাকায় কোর্স দুটি বন্ধ করে দেবো।

মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি সদরুল আমীন রেজভী বলেন, এখানে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কোন কার্যক্রম চালু আছে কি না তা আমার জানা নেই। এখান থেকে কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে কি না তাও আমার জানা নেই। আপনার কাছ থেকেই বিষয়টি জানলাম, এ ব্যাপারে ম্যানেজিং কমিটির সভা আহবান করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সুপারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।